

চল্লিশি নম্বর পদটির গুপ্ত ইতিহাস — সতেরো নম্বর সংখ্যা

দ্বিতীয় দুর্দশা — চতুর্থ অংশ

Jeff Pippenger
2026-06-25

৬২৭, ৬৩২ এবং ৬৩৭

অতল গহ্বর খুলে দিয়ে যে “চাবি”, তা হলো ননিভেরে যুদ্ধ; যার পরিপূর্ণতা সংঘটিত হয় ৬২৭ সালে, মুহাম্মদ ৬৩২ সালে মৃত্যুবরণ করার পাঁচ বছর পূর্বে। পাঁচ বছর পরে, ৬৩৭ সালে, মুসলিম বাহিনী পারস্যের রাজধানী অধিকার করে; ননিভেরে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দুই মহান মহাশক্তির একটির রাজধানী ছিল এটি। এই ঘটনা মধ্যপ্রাচ্যে শক্তির ভারসাম্যে নাটকীয় পরিবর্তন আনয়ন করে। ৬২৭ সালের ননিভেরে যুদ্ধ পারস্য সাম্রাজ্যের শক্তিকে ক্ষয়প্রাপ্ত করেছিল, এবং দশ বছর পরে পারস্য সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে।

অপমান—৭৮২

৬৩২ সালে মুহাম্মদের মৃত্যুর একশত পঞ্চাশ বছর পরে, ৭৮২ সালে আব্বাসীয় অভ্যুত্থানে, আব্বাসীয় বাহিনী (বলা হয় প্রায় ৯৫,০০০ সৈন্য) এশিয়া মাইনরে (আধুনিক তুরস্ক) বাইজান্টীয় ভূখণ্ডে এক বারিট আক্রমণ শুরু করে। তারা অগ্রসর হতে হতে কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যা বসফরাস প্রণালীর ঠিক ওপরে কনস্টান্টিনোপলের সম্মুখে অবস্থিত—ফলে তারা বাইজান্টীয় রাজধানীর অত্যাচারিত নিকটে এসে পড়ে। সম্রাজ্ঞী আইরিনের অধীনে বাইজান্টীয়রা এক গুরুতর পরাজয়ের সম্মুখীন হয়। এর ফলে, বাইজান্টীয়রা এক অপমানজনক তিন বছরের সন্ধিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়; সেই অনুযায়ী তারা বৃহৎ পরিমাণ বার্ষিক খাজনা (প্রায় ৭০,০০০–৯০,০০০ স্ৱর্ণ দানির) প্রদান করতে এবং রশেমি বস্ত্র ও জম্মিসমরপণ করতে সম্মত হয়। অষ্টম শতাব্দীতে বাইজান্টীয় ভূখণ্ডে আব্বাসীয়দের অনুপ্রবেশগুলোর মধ্যে এই অভিযান ছিল অন্যতম বৃহত্তম ও সর্বাধিক সফল। এটি আব্বাসীয় খলোফতের কর্মবর্ধমান শক্তি এবং বাইজান্টীয় সাম্রাজ্যের অব্যাহত অধঃপতনকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছিল।

পাঁচ মাস

প্রকাশিত বাক্য নবম অধ্যায়ে “পাঁচ মাস”-এর উল্লেখ, যা একশত পঞ্চাশ বছরের সমতুল্য, দুইবার করা হয়েছে; একবার পঞ্চম পদে এবং আবার দশম পদে।

আর তাদের এই অনুমতি দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন তাদের হত্যা না করে, বরং পাঁচ মাস তাদের যন্ত্রণা দিয়ে; এবং তাদের যন্ত্রণা ছিল বৃশ্চিকের যন্ত্রণার ন্যায়, যখন সে কোনো মানুষকে দংশন করে। আর সেই দিনগুলিতে মানুষ মৃত্যু অন্বেষণ করবে, কিন্তু তা পাবে না; এবং মরবার আকাঙ্ক্ষা করবে, কিন্তু মৃত্যু তাদের কাছ থেকে পালিয়ে যাবে। আর পণ্ডপালগুলির আকৃতি ছিল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত অশ্বদের সদৃশ; এবং তাদের মস্তক ছিল যেন সোনার ন্যায় মুকুট, আর তাদের মুখ ছিল মানুষের মুখের ন্যায়। আর তাদের চুল ছিল নারীদের চুলের মতো, এবং তাদের দাঁত ছিল সিংহের দাঁতের ন্যায়। আর তাদের ছিল বক্ষাবরণ, যেন লৌহের বক্ষাবরণ; এবং তাদের পাখার শব্দ ছিল যুদ্ধের দিকে

ধাবমান বহু অশ্বযুক্ত রথের শব্দে ন্যায়। আর তাদের লজে ছিল বৃশ্চিকেরে ন্যায়, এবং তাদের লজে হুল ছিল; আর তাদের ক্షমতা ছিল পাঁচ মাস মানুষকে ক্షত করার। প্রকাশতি বাক্য ৯:৫-১০।

প্রকাশতিবাক্যেরে নবম অধ্যায়েরে পঞ্চম তৃত্যে একশত পঞ্চাশ বছরেরে দুইটি স্বতন্ত্র ভাববাণীমূলক সময়কাল রয়েছে। প্রথমটি ৬৩২ সালে মুহাম্মদেরে মৃত্যুর সময় থেকে ৭৮২ সালে পূর্ব রোমেরে সম্রাজ্ঞী আইরনিরে অপমান পর্যন্ত বসিত। নবম অধ্যায় অতন্ত বসিতারতিভাবে ইসলামেরে উত্থানকে শনাক্ত করে। ৬০৬ সালে গোত্রসমূহেরে একত্রীকরণ থেকে, ৬২৭ সালে ননিবেরে যুদ্ধ পর্যন্ত, ৬৩২ সালে মুহাম্মদেরে মৃত্যু তারপর ৬৩৭ সালে পারস্যেরে পরাজয় পর্যন্ত, ইসলামেরে উত্থান ও পতন ঈশ্বরেরে ভাববাণীমূলক বাক্যে সতরকতার সঙগে অনুসরণ করা হয়েছে। আরবেরে ইসলামই যন্ত্রণার প্রথম একশত পঞ্চাশ বছরেরে ভাববাণীর ক্షমতালী শক্তি। ৬০৬ সালে মুহাম্মদেরে দ্বারা গোত্রসমূহেরে একীকরণ; তারপর ৬২৭ সালে ননিবেরে “মূল” যুদ্ধ, এর পর প্রায় ৬২৮ সালে পারস্য ও রোম—উভয়েরেই পতন সম্বন্ধে মুহাম্মদেরে ভবিষ্যদ্বাণী, তারপর ৬৩২ সালে তাঁর মৃত্যু। এই তারখিগুলো ইসলামেরে ধারাবাহিকতায় ঘটনাবলির একটি নির্দিষ্ট ক্রমকে উপস্থাপন করে।

৬৩২ সালে মুহাম্মদেরে মৃত্যুর একশত পঞ্চাশ বছর পরে, পূর্ব রোমকে সম্পূর্ণরূপে কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত পছিয়ে দিতে দিতে ইসলামেরে ক্షমতার ভিত্তি আরব থেকে তুরসকে স্থানান্তরিত হয়। প্রথম সর্বনাশ আরবেরে ইসলামকে প্রতিনিধিত্ব করছিল, এবং দ্বিতীয় সর্বনাশ তুরসকেরে ইসলামকে প্রতিনিধিত্ব করছিল। প্রথম সর্বনাশেরে মধ্যযুগে, উভয় একশত-পঞ্চাশ-বছরব্যাপী সময়-ভাববাণী আরবেরে ইসলাম ও তুরসকেরে ইসলামেরে মধ্যকার পার্থক্যকে নির্দেশ করে, ঠিক যেনে একই সত্যেরে সেই পার্থক্য প্রথম ও দ্বিতীয় সর্বনাশেরে মধ্যকার বিভিদে প্রতফিলিত হয়েছে।

প্রথম একশত পঞ্চাশ বছর পারস্যেরে পতনেরে মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল এবং রোম কনস্টান্টিনোপলেরে প্রাচীরেরে মধ্যযুগে আবদ্ধ হয়ে পড়ার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছিল। দ্বিতীয় একশত পঞ্চাশ বছরেরে পরবর্তী শুরু হয়েছিল নিকোমডিয়ায় উসমানেরে (যনি ওটম্যান নামেও পরিচিত) বজিরেরে মাধ্যমে। নিকোমডিয়ায় অটোমান বজির বলতে নিকোমডিয়ার অবরোধকে বোঝায় (আধুনিক তুরসকেরে ইজমতি), যা ১৩৩৩ থেকে ১৩৩৭ সালেরে মধ্যযুগে সংঘটিত হয়েছিল, যখন সুলতান অরহান গাজী (অটোমান বহেলিকেরে প্রত্যাগাতা উসমান প্রথমেরে পুত্র) গুরুত্বপূর্ণ বাইজান্টাইন নগরী নিকোমডিয়াকে অবরোধ করছিলেন। নগরীটি কয়েক বছর ধরে প্রতিরোধ বজায় রেখেছিল, কিন্তু শেষে পর্যন্ত ১৩৩৭ সালে অনাহার ও রসদেরে অভাবেরে কারণে আত্মসমর্পণ করেছিল। বাইজান্টাইন গ্যারসিনকে কনস্টান্টিনোপলে চলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এশিয়া মাইনর (আনাতোলিয়া)-এ নিকোমডিয়া ছিল বাইজান্টাইনদেরে শেষে প্রধান দুর্গসমূহেরে একটি। এর পতন কার্যত পশ্চিম আনাতোলিয়ার অধিকাংশ অঞ্চলে বাইজান্টাইন নিয়ন্ত্রণেরে অবসান ঘটিয়েছিল। এই বজির অটোমানদেরে বিনিয়ায় তাদের ক্షমতা সুসংহত করতে এবং আরও অগ্রসর হয়ে বসফরাস প্রণালীর দিকে বসিতার লাভ করতে সক্ষম করেছিল। এটি ছিল কনস্টান্টিনোপল অবশেষে অটোমানদেরে দ্বারা বজিত হওয়ার পথে একটি প্রধান সোপান (যা এক শতাব্দীরও বেশি পরে, ১৪৫৩ সালে ঘটছিল)। এই অবরোধকে প্রায়ই সেই প্রাথমিক মুখ্য বজিরগুলোর একটি হিসেবে দেখা হয়, যা ক্বুদ্র অটোমান বহেলিককে একটি উত্থানশীল অঞ্চলকি শক্তিতে রূপান্তরিত করেছিল।

প্রথম তুর্যরে অন্তর্গত দ্বিতীয় একশত পঞ্চাশ বছরে সময়কাল ১৪৪৯ সালরে ২৭ জুলাই সমাপ্ত হলে, শেষে কনস্টান্টিনি পূর্ব রোমরে সংহাসনে আরোহণরে জন্য ইসলামী সুলতানরে নকিট অনুমতি প্রার্থনা করছিলেন; এর ফলে তিনি সেই একই অপমান ভোগ করনে, যা সম্রাজ্ঞী আইরনি ভোগ করছিলেন প্রকাশতিবাক্য নয় অধ্যায়রে দুইটি "পাঁচ-মাস" সময়কালরে প্রথম একশত পঞ্চাশ বছরে শেষে। 'সম্রাজ্ঞী আইরনি'-এর এবং তদ্রূপ 'শেষ কনস্টান্টিনি'-এর অপমান পরবর্তীকালরে ওসমানীয়দরে অপমানরে পূর্বপ্রতিমি ছিলি, যখন দ্বিতীয় সর্বনাশরে সময়-ভবিষ্যদ্বাণীর উপসংহারে তারা মশিররে হুমকি থেকে রক্ষার জন্য ইউরোপরে চার মহাশক্তির নকিট সুরক্ষা প্রার্থনা করছিলি।

প্যানথয়িন

অগ্রদূতরো সঠিকভাবে উপলব্ধি করছিলেন এবং শিক্ষা দিছিলেন যে, দানয়িলে আট অধ্যায়রে এগারো পদরে উল্লিখিত "তার পবিত্রস্থানরে স্থান নকিষপিত হইল" এই বাক্যাংশটি কনস্টান্টাইনরে দ্বারা পরপূরণ হয়ছিলি।

হ্যাঁ, সে আপনাকে সনোবাহিনীর প্রধান পর্যন্ত মহিমাবতি করল; এবং তাঁর দ্বারা নতিয় বলি অপসারিত হলে, আর তাঁর পবিত্রস্থানরে স্থান নকিষপিত হলে।

এখানে যে "পবিত্রস্থান"-কে শনাক্ত করা হয়েছে, তা ছিল রোম নগররে প্যানথয়িন মন্দির, এবং সেই মন্দিররে "স্থান" ছিল রোম। ৩৩০ খ্রিস্টাব্দরে কনস্টান্টাইন যখন তাঁর সাম্রাজ্যরে রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত নলে, তখন রোম "নপিততি" হয়েছিলি। একাদশ পদটি প্রকাশতি বাক্য ত্রয়োদশ অধ্যায়রে সঙগে সংযুক্ত, এবং দ্বিতীয় পদটি একই ঘটনাবলিকিই শনাক্ত করছে।

আর আমি যে পশুটিকে দেখলিাম, তাহা চতিবাঘরে সদৃশ; এবং তাহার পদসমূহ ভল্লুকরে পদরে ন্যায়, এবং তাহার মুখ সংহরে মুখরে ন্যায়; আর অজগর তাহাকে আপন শক্তি, আপন সংহাসন, এবং মহা কর্তৃত্ব প্রদান করলি।

অজগরটি ছিল পৌত্তলকি রোম, এবং পৌত্তলকি রোম ৩৩০ সালরে তার কর্তৃত্বরে "আসন" রোমীয় গরিজার হাতে সমর্পণ করছিলি, যখন সে রাজধানী পূর্বদিকে স্থানান্তর করল; এভাবে একটি ক্রমতার শূন্যতা সৃষ্টি হিল, যার সুযোগ পাপাল গরিজা আনন্দরে সঙগে গ্রহণ করল। যখন আমরা ৩৩০ সাল থেকে ১৪৫৩ সাল পর্যন্ত পূর্ব রোমরে ধারাটি অনুসরণ করি, তখন আমরা দেখি যে পূর্ব রোম সম্প্রকতি ভাববাণীর সূচনায়, কনস্টান্টাইনরে রোম-প্রত্যাখ্যানরে দ্বারা রোম নগরী অপমানতি হয়। সেই অপমান ৭৮২ সালরে সম্রাজ্ঞী আইরনিরে সময়, যন্ত্রণার প্রথম একশত পঞ্চাশ বছরে সমাপ্ততি, পুনরাবৃত্ত হয়েছিলি। এই উভয় অপমানই কনস্টান্টাইন দ্য লাস্টরে দ্বারা পুনরাবৃত্ত হয়েছিলি।

অদ্ভুত উত্থান ও পতন

প্রকাশতিবাক্য নয়-এর পঞ্চম ও ষষ্ঠ তুর্য পূর্ব রোমরে পতনরে বিবরণ প্রদান করে, একই সঙগে ইসলামরে উত্থান ও পতনরে ইতিহাসও লপিবিদ্ধ করে। প্ররণা আমাদরে অবহতি করে যে, দানয়িলে ও প্রকাশতিবাক্য গ্রন্থরে রাজ্যসমূহরে "উত্থান ও পতন" অধ্যয়ন করতে হবে। ঐ সকল রাজ্যরে নিজস্ব স্বতন্ত্র বশেষিচ্য রয়েছে, যা তাদের বশেষে "উত্থান ও পতন"-এর সঙগে সম্প্রকতি। যহিদার পতন যরিশালমেরে উপর তনিটি আক্রমণরে মাধ্যমরে সংঘটিত হয়েছিলি। ইব্রীয়দরে বাবলি বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়, এবং তারা তনিটি ফরমানরে

অধীনে প্রত্যাভাবন করত, যা ২,৩০০ বছরে সূচনা করত, যে সময়সীমা ১৭৯৮ হইতে ১৮৪৪ পর্যন্ত ইতিহাসে তিনি দূতরে আবির্ভাবে উপনীত হয়। বাবলি এক রাতই পততি হয়েছিল। রোম বচিছিন্নি হয়ে গিয়েছিল, এবং তার সেই বচিছিন্নিতার মধ্যে রোমের দুটি দিক পশ্চিম রোম অথবা পূর্ব রোমের অবস্থানের অধীনে উপস্থাপিত হয়েছিল। দানিয়েলে এগারোর প্রথম এক-তৃতীয়াংশে টলেমীয় সাম্রাজ্য ও সলেউসীয় সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন পাপীয় রোমের উত্থান ও পতনের প্রতরূপ। সেই সাক্ষ্য কেবল আলকেজান্ডারের কাহনি ও গ্রসিরে বলিপ্তরি উপসংহারমাত্র। রোমের বিপরীতে, গ্রসি চার ভাগে বিভক্ত হয়েছিল, যা পরগামে দুই ভাগে পরগিত হয়। রোম পূর্ব ও পশ্চিমে বিভক্ত হয়েছিল, এবং তার পর পশ্চিম রোম ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে তিনি ভাগে বিভক্ত হয়েছিল, যা রোমের ত্রিবিধি শাসনকে প্রতিনিধিত্ব করে। পূর্ব রোমের ক্ষেত্রে, কনস্টানটাইন তার রাজ্য তার তিনি পুত্রের মধ্যে বিভক্ত করেছিলেন। স্পষ্টতই পশ্চিম ও পূর্ব রোম সমান্তরাল রখে, যা রোমান চারু ও রোমান রাষ্ট্রকে প্রতিনিধিত্ব করে। ঐ দ্বিবিধি বিভাজনের সঙ্গে আরও একটি ত্রিবিধি বিভাজন যুক্ত আছে। গ্রসি চার থেকে দুই, বাবলি এক রাত, যহিদা তিনি আক্রমণে। ইসলামের ক্ষেত্রে, তাদের "উত্থান" একটি "মুক্তি" রূপে চিত্রিত, এবং তাদের "পতন" একটি "সংঘ" রূপে।

তাদের উত্থান মুহাম্মদের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল, এবং ১৮৪০ সালের ১১ আগস্টে তারা সংঘত করা হয়েছিল। তারা মুক্ত করা হয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ৯/১১-এ সংঘত করা হয়েছিল। সম্প্রতি ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর তারা মুক্ত করা হয়েছে, এবং তারপর থেকে গাজায় তারা সংঘত অবস্থায় রয়েছে। পশুর প্রতমা স্থাপনের চহিন্স্বরূপ ইসলাম আবারও মুক্ত করা হবে। প্রকাশিতবাক্য পুস্তকের নবম থেকে একাদশ অধ্যায়ে যে ইসলামী ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাস উপস্থাপিত হয়েছে, তা তৃতীয় সর্বনাশের ইসলামের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসকে শনাক্ত করে। 'তৃতীয় সর্বনাশের ইসলামের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাস' সপ্তম এবং তৃতীয় দূতরে দ্বারাও উপস্থাপিত হয়েছে। তৃতীয় দূত ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর উপস্থিত হয়েছিল, যখন সপ্তম দূত ধ্বনি দিতে শুরু করল। তৃতীয় দূত এবং তৃতীয় সর্বনাশ ৯/১১-এ ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসে উপস্থিত হয়েছিল। ৯/১১ থেকে রবিবার-আইন পর্যন্ত প্রথম ও দ্বিতীয় সর্বনাশের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

নীনের যুদ্ধের "চাবিকাঠি" রোম ও পারস্য—এই দুই শক্তিকে ইসলামের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও অবচ্ছিন্ন সংযোগে নিয়ে আসে। নীনব, পবিত্রশাস্ত্রের অন্য যে কোনো অংশের তুলনায়, পশ্চিম ও পূর্ব উভয় রোমের কর্মবর্ধমান পতনকে অধিক স্পষ্টভাবে চহিন্তি করে।

হেরোড অজগরের একটি প্রতীক; সে রোমের প্রতিনিধিত্ব করছিল। পৃথিবীর শেষকালে অজগর হলো জাতসিংঘ। রবিবার-আইনের সময় ষষ্ঠ রাজ্য পততি হয়, সপ্তমটি শুরু হয়, কিন্তু তারা নিজদেরই জন্মদিনের ভোজসভায় তাদের রাজ্য অষ্টম রাজ্যকে দিয়ে দেয়। সপ্তম রাজ্যটি সদ্য জন্ম নিয়েছে, এবং তা সঙ্গে সঙ্গে এক ঘণ্টার জন্ম তার রাজ্য ব্যবলিনের বশ্যককে দিতে সম্মত হয়, যখনটি প্রতরূপে দেখা যায় যে হেরোড সালোমকে তার রাজ্যের অর্ধকে পর্যন্ত দেওয়ার প্রতশ্রুতি দিয়েছিল।

যে স্থানে যুক্তরাষ্ট্র পততি হয়, ঠিকি সেখানই জাতসিংঘের জন্ম হয় এবং ত্রিবিধি ঐক্য কার্যকর করা হয়। হেরোড হচ্ছে সেই অজগর, হেরোদিয়া হচ্ছে পাপাসী, এবং যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে সালোমে। হেরোড এক অবৈধ বিবাহ-জোটে আবদ্ধ ছিল, কারণ সে তার ভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ ছিল; এবং ভাববাণীমূলক স্তরে সে সালোমের সঙ্গে এক

রক্তসম্বন্ধীয় অবৈধে সম্পর্কে ছিল, কারণ সে নৃত্য করবার সময় হরোদ যে তার প্রতি কামাকাঙ্ক্ষা পোষণ করতিছিল, তাহা সুস্পষ্ট। অজগররে মা ও কন্যা উভয়ের সঙ্গুগেই সম্পর্ক রয়ছে। যখন আপনি নিরিধারণ করনে যে পশ্চিমা ও প্ৰাচ্য রোম যথাক্রমে গরিজনীত ও রাষ্ট্রনীতি প্ৰতিনিধিত্ব করে, তখন এই বিষয়টি অনুধাবন করা গুরুত্বপূর্ণ। রোম, যা বাইবেলীয় ভাববাণীর চতুর্থ রাজ্য, ভাববাণীমূলকভাবে পাপাসীকে সংহাসনে প্ৰতিষ্ঠিত করছিল; এবং এইভাবে কার্য করিয়া সে যুক্তরাষ্ট্রের প্ৰতিরূপ ধারণ করিয়াছিল, যে আবারও পাপাসীকে সংহাসনে প্ৰতিষ্ঠিত করবে।

৩৩০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পশ্চিম রোমের ক্রমোন্নত পতন ১৭৯৮ সাল থেকে রববার-আইন পর্যন্ত মার্কনি যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমোন্নত পতনকে উপস্থাপন করে। "৩৩০" সাল এবং "১৭৯৮" সাল—উভয়ই দানযিলে পুস্তকে "নিরিধারণ সময়" অথবা "শেষকাল" নামে অভিহিত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক মাইলফলক। ৩৩০ সাল পশ্চিম ও পূর্ব রোমের সূচনাকে চিহ্নিত করে। উভয়ের সমাপ্তিই রোমীয় নতোর অপমান; যমেন শুরুতে কনস্টান্টাইন রোম নগরীকে অপমান করছিলেন। ৪৭৬ ছিল এক ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়পর্বের সমাপ্তি, যা নিরিদশে করে কীভাবে রোমের গৌরবময় রাজনৈতিক কাঠামো তিনটি ধাপে অধীনে ভেঙে পড়ছিল। ৩৩০ সালে নগরী প্ৰত্যাখ্যাত হওয়ার মাধ্যমে যে সময়পর্বের সূচনা হয়ছিল, তার পরেই তাদের সমগ্র রাজনৈতিক কাঠামোর অপমান ঘটল—তাদের গৌরবময় প্ৰজাতন্ত্র, যা প্ৰাচীন রোমের প্ৰধান গর্বের বিষয় ছিল, তা বর্জিত করা হলো; এবং শেষোবধি ৪৭৬-এ উপনীত হলো, যখন রোমের উপর আর কখনও এমন কোনো শাসক থাকবে না, যে প্ৰকৃত রোমীয় রক্তধারার লোক। ৩৩০ সালে শুরু হওয়া রোমের দুটি ধারা, এবং যে অনুচ্ছদে এই দুই ধারাকে উপস্থাপন করা হয়েছে, সেখানে পাঁচ মাসের দুটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ধারাও অন্তর্ভুক্ত রয়ছে। পশ্চিম রোমের ধারা ক্রমবর্ধমান অপমান দিয়ে শুরু হয় এবং ক্রমবর্ধমান অপমান দিয়েই শেষ হয়। পূর্ব রোমের ধারা ক্রমবর্ধমান অপমান দিয়ে শুরু হয় এবং ১৪৪৯ সালে ক্রমবর্ধমান অপমান দিয়েই শেষ হয়, যখন শেষে কনস্টান্টাইন রাজত্ব করার জন্য অনুমতি প্ৰার্থনা করছিলেন।

পাঁচ মাসের সময়কালগুলি একটি আরবি ইসলামের নবুয়তগত কন্দ্ৰিকিতার সমাপ্তি এবং ৭৮২ সালে তুর্কি ইসলামের সূচনার দিকে নিয়ে যায়। সেই তারিখে সম্রাজ্ঞী আইরনি অপমানিত হন, যা দ্বিতীয় পাঁচ-মাসের নবুয়তের শেষে কনস্টান্টিনি শেষজনের অপমানিত হওয়ার সঙ্গুগে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পনরো পদবিশিষ্ট এক বর্ণনার মধ্যে দুটি পাঁচ-মাসের নবুয়ত। একটি আরবের ইসলামের ইতিহাস চিত্রিত করে, অন্যটি তুর্স্কের ইসলামকে। উভয়েরই উপসংহার পূর্ব রোমের অপমানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। নবুয়তগুলি একটির পরিসমাপ্তি এক নারী অপমানিত হওয়ার দ্বারা পূর্ণ হয়ছিল এবং অন্যটি এক পুরুষের দ্বারা। পঙ্কতির পর পঙ্কতি, তারা পূর্ব রোমের মণ্ডলী ও রাষ্ট্রের এক অপমানকে শনাক্ত করে। উভয় অপমানই প্ৰথম দুর্দশার ইসলামের দ্বারা সংঘটিত হয়। ১৪৪৯ সালে কনস্টান্টিনি শেষজনের অপমান চার বছরের এক সময়কাল শুরু করে, যা ১৪৫৩ সালে সমাপ্ত হয়, যখন কনস্টান্টিনোপলের প্ৰাচীরসমূহ ভেঙে পড়ে। ১৪৪৯ অপমানকে নিরিদশে করে, আর ১৪৫৩ সালে প্ৰাচীরসমূহ পততি হয় এবং এক রাজ্যের অবসান ঘটে।

মুহাম্মদের মৃত্যু

দুটি পাঁচ-মাসব্যাপী সময়কালের একটি মুহাম্মদের মৃত্যুর মাধ্যমে শুরু হয়, যনি একাদশ পদে "তাদের উপরে যে রাজা ছিল" বলে চিহ্নিত হয়ছে।

তাহাদরে উপরে এক রাজা ছলি, য়ে অতল গহ্বররে দূত; ইব্রীয ভাষায় তাহার নাম অবদ্দোন, কনিতু গ্রীক ভাষায় তাহার নাম আপল্লয়ি়োন।

তাদরে উপর রাজা ছলিনে মুহাম্মদ, কারণ প্রথম পদে তাঁর পরচিয় দেওয়া হয়ছে; অতএব তিনি অন্য কোনো ইসলামী ব্যক্তিনি; তিনি হিলনে রাজা মুহাম্মদ, এবং একজন রাজা মানইে একটা রাজ্য, আর ইসলাম হলো মুহাম্মদের রাজ্য।

আর পঞ্চম স্বরগদূত তুরী বাজালনে, এবং আমি একটা নিক্ষতরকে স্বরগ হইতে পৃথিবীর উপরে পততি হইতে দেখেলাম; এবং তাহাকে অতল গহ্বররে চাবা দেওয়া হইল। আর সে অতল গহ্বর খুললি; এবং গহ্বর হইতে এক মহান ভাটার ধোঁয়ার ন্যায় ধোঁয়া উঠলি; আর গহ্বররে ধোঁয়ার কারণে সূর্য ও আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গলে। এবং সেই ধোঁয়া হইতে পৃথিবীর উপর পঙ্গপাল বাহরি হইয়া আসলি; আর তাহাদগিকে ক্ষমতা দেওয়া হইল, যমেন পৃথিবীর বচ্ছুগণরে ক্ষমতা আছো। প্রকাশতি বাক্য ৯:১-৩।

তৃতীয় সর্বনাশরে মধ্যযে প্রথম ও দ্বিতীয় সর্বনাশরে পুনরাবৃত্তি, তৃতীয় দূতরে মধ্যযে প্রথম ও দ্বিতীয় দূতরে পুনরাবৃত্তির সমান্তরাল। মুহাম্মদ, সেই রাজাকে অতল গহ্বর খুলবার চাবা দেওয়া হয়ছিলি, এবং 9/11 নরিদশে করে কখন তৃতীয় দূত ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। তারপর বলয়ামরে প্রথম আঘাত ভাববাণীমূলক ইতিহাসে উপস্থতি হলে, খ্রীষ্ট পরাক্রান্ত দূতরূপে অবতীর্ণ হলেন। এরপর অতল গহ্বর উন্মুক্ত হল এবং ইসলাম আবারও বিশ্ব-ইতিহাসরে একটা বিষয়বস্তুতে পরিণত হল। তারপর খ্রীষ্ট তাঁর জনগণকে যরিময়িরে প্রাচীন পথে ফরি পরিচালতি করলনে, এবং তৃতীয় সর্বনাশ ও তৃতীয় দূতরে বার্তা ধ্বনতি হইতে আরম্ভ করল। 2015 সালে ট্রাম্প রাষ্ট্রপতি পদে প্রতদিবন্দ্বতি করার তাঁর অভ্যপ্রায় ঘোষণা করলনে, ফলে বৈশ্বিকিতাবাদী অজগর-শক্তগিলিকে আলোড়তি করা হল, এবং অতল গহ্বর তখন সেই নাস্তিকিতাকে মুক্ত করল, যা পরিণামে সদোম ও মসিররে পথে ট্রাম্পকে হত্যা করল। রববার আইনরে সময় সেই জন্তু য়ে অষ্টম এবং য়ে সাতরে মধ্যযে হইতে এসছে, সে অতল গহ্বর হইতে আরোহণ করবি। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজাররে সীলমোহরকরণরে সময়রে সূচনা এবং সমাপ্তি উভয়ই অতল গহ্বরজাত এক শক্তরি উত্থানকে চহিনতি করে।

তুমা য়ে পশুটিকে দেখেছিলি, সে ছলি, আর এখন নই; এবং সে অতল গহ্বর থেকে উঠে আসবে, এবং বনিশে যাবে; আর পৃথিবীতে যারা বাস করে, যাদরে নাম জগতরে ভতিতস্থাপনকাল থেকেই জীবনপুস্তকে লেখা ছলি না, তারা বস্মতি হবে, যখন তারা সেই পশুটিকে দেখবে, য়ে ছলি, আর নই, তবুও আছো। প্রকাশতি বাক্য 17:8।

ইসলাম হলো সেই চাবা, যা 9/11-এ অতল গহ্বর উন্মুক্ত করছিলি এবং যা রববার-আইনরে সময় অতল গহ্বর উন্মুক্ত করে। সীলমোহররে সময়রে মধ্যভাগে, বিশ্ববাদতির ডুরাগন-পশুটিও অতল গহ্বর থেকে বরেয়ি এসছিলি।

আর তারা যখন তাদরে সাক্ষ্য সমাপ্ত করবে, তখন অতল গহ্বর থেকে উঠে-আসা সেই পশু তাদরে বরিদ্ধে যুদ্ধ করবে, এবং তাদরে পরাজতি করবে, ও তাদরে হত্যা করবে। প্রকাশতি বাক্য ১১:৭।

অতল গহ্বর হইতে উদতি এক শক্তরি তিনিটি পথচহিনই উন্মুক্ত করে এমন চাবা প্রদান করা হয়ছিলি ইসলাম রাজ্যরে রাজা মুহাম্মদরে নকিট। ৬২৭ সালে নীনবরে যুদ্ধ এমন দুই শক্তরি মধ্যযে সংঘটিতি এক যুদ্ধরে প্রতিনিধিত্ব করছিলি, যা উভয় যোদ্ধাশক্তিকেই ক্ষয়প্রাপ্ত করছিলি, এবং সেই কারণে ইসলাম দ্রুত ক্ষমতায় আরোহণরে সুযোগ পেয়েছিলি। ৯/১১ তারখি সেই চাবা ঘোরানো হয়ছিলি এবং ইসলামরে উত্থান আরম্ভ হয়ছিলি, যদগি

অল্পকাল পরেই তাহা সংযত করা হয়। ৯/১১-এ নীনবরে যুদ্ধের প্রতরূপ প্রকাশ পেয়েছিলি; কারণ সখোনে ইসলামের উত্থান আরম্ভ হয়েছিলি সেই সময়ে, যখন পরাক্রান্ত দূত পৃথিবীকে তাঁর মহিমায় আলোকিত করবার জন্য অবতরণ করতিছিলেন, এবং সেই নক্ষত্রও, যার অর্থ দূত, স্বর্গ হইতে পততি হয়েছিলি। নীনবরে যুদ্ধের প্রতরূপ শেষকালেও দেখা যায়, যখন রববার আইন আগমন করে এবং অন্ধকার যুগের দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হয়, কারণ ইসলাম ধর্মের ধোঁয়া সূর্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফলে।

এক্সটোর

রববার-আইনটি প্রতরূপিত হয় যখন মধ্যরাত্রির ধ্বনির বার্তা এক্সটোর শবিরি-সভায় উপস্থিত হয়। তখন পশুর প্রতমা স্থাপনের চূড়ান্ত গতিবিধি শুরু হয়। প্রতমার গঠন, বা স্থাপন, 9/11-এ শুরু হয়েছিলি; কিন্তু পরবরে সমাপ্তিতে, মধ্যরাত্রির ধ্বনির ঘোষণার পর্বটিও 9/11-এ শুরু হওয়া প্রতমার সমগ্র গঠন-পর্বের একটি ফ্র্যাঙ্কটাল। শুরু শেষকে প্রতিনিধিত্ব করে। প্রথম সর্বনাশ তৃতীয় সর্বনাশের প্রতরূপ, যখন প্রথম দূত তৃতীয় দূতের প্রতরূপ। সলিমোহরকরণের সময়ে সমাপ্তিতে নীনবহের যুদ্ধ, শুরুতে নীনবহের যুদ্ধকে শনাক্ত করে। রববার-আইনে নীনবহের যুদ্ধ, 9/11-এ শুরু হওয়া সলিমোহরকরণের সময়ে সমাপ্তি; কিন্তু সটো মধ্যরাত্রির ধ্বনির ঘোষণার পরবরেও সমাপ্তি। অতএব, নীনবহের যুদ্ধ মধ্যরাত্রির ধ্বনির ঘোষণার সূচনায় প্রতরূপিত হয়, যা যুক্তরাষ্ট্রে পশুর প্রতমার গঠনের চূড়ান্ত পদক্ষেপগুলোকে শনাক্ত করে; এবং রববার-আইনে বশিবে পশুর প্রতমার গঠনের সূচনা শুরু হয়। নীনবহেই সেই চাবিকাঠি, যা বিভিন্ন রকমের সমান্তরালভাবে মলোয়, এবং যা চল্লিশতম পদ্যের গুপ্ত ইতিহাসে তাদের পরপূরণ পরণিতলাভ করে।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে আরও অগ্রসর হব।